করোনা – হোমিও ডাক্তার মোঃ শহিদুল ইসলাম

আসেছে বিশাল করোনা ঢেউ
থাকো হুশিয়ার।
দু- গজ দুরত্ব রেখে
চলাচল সবার।
বাড়ির বাইরে গেলে
মাক্স পরা চায় ।
ফিরে এসে সাবান দিয়ে
হাত ধোবে নিশ্চয়।
করোনা ছড়িয়ে দেয়
থুথু হাঁচি কাশি।
বেশি ঝুঁকি বয়স যাদের সত্ত্বর বা আশি। ব্যবহারি মাস্ক গুলি
সাথে সাথে খুলে।
পোড়াও বা পুঁতে ফেলো
যেওনা গো ভুলে।
পচা বাসি পুরাতন
খানা খেতে মানা।
পুষ্টিকর সহজ পাচ্য
খেতে হবে খানা।
গরম পানি গড়গড়া
আদা সহ- চা।
গুরুপাক, ঠান্ডা খানা ভুলেও খাবেনা।
টিকা নিতে কেন্দ্রে যান বাড়ির সবাই মিলে।
সকলেই কষ্ট পাবেন
দুই এক জনের ভুলে।
সরকারি নির্দেশনা
মানি ভালো মতো।
প্রচার করি সবার
সাথে আশে পাশে যত ।

অফুরন্ত সময় – নূর এ সিকতা

এখন অফুরন্ত সময়;
কষ্টের কথা কলিরা ঝরে গেছে ঠিক সময়,
অপেক্ষার প্রহর ক্লান্ত হয়ে মূর্ছে গেছে আবার।
এখন আমার অফুরন্ত সময় ;
কথা গুলো কবিতা হোক নব বসন্তের ছোঁয়ায়,
গল্প গুলোতে প্রাণ ফিরুক শুভ্র শিশিরের মত। নেই অবসাদ কিংবা ফিরে দেখার বাহুল্য ;
নেই করুণ আকুতি দুঃখ ফিরে পাবার,
এখন অফুরন্ত ইচ্ছেশক্তি আমার।
তারা খসে পড়ুক, চাঁদও তলিয়ে যাক;
সে চলে যাক অন্য কারো হাতে রেখে হাত,
এখন দুঃখ হয়না আগের মতন।
এখন অফুরন্ত সময় আমার;
সাথে আছে অঢেল বেদনা,
কবিতা লেখার ভাব আর সাধনা।

শিয়াল চোরের চুরি – রাজীব হাসান

মুরগি একটা নিয়ে গেলো
খেকশিয়ালটা ভোরে
তার পেছনে দৌঁড়ে গেলে
ছাগল নিলো চোরে।

চোরের পিছে তাড়া করে হাঁপিয়ে যায় খোকা
শিয়াল চোর মিলেমিশে

দিয়ে গেলো ধোকা।

মুরগি নিলো খেকশিয়ালে বোগল তলে চেপে
ছাগল নিলো চোরবাবাজি
কয় মন হবে মেপে।

মুরগি খেয়ে শেয়াল খুশি
ডাকছে হুক্কাহুয়া
সকালবেলা জেগে দেখে
যা ছিলো সব ভুয়া।

একুশ – বারী সুমন

একুশ তিনটি বর্ণে বিশেষায়িত একটি অধ্যায় একুশ ভাষার জন্য প্রাণ দেয়া বাঙালির অভিপ্রায় একুশ ফুলে ফুলে সুশোভিত ফাগুন মাস
একুশ খোকার জন্য মায়ের দীর্ঘশ্বাস।
একুশ শিশির ভেজা ভোরের পাখি গায়
একুশ আঁধার কেটে আলোর অপেক্ষায়
একুশ খালি পায়ে প্রভাত ফেরির মিছিল
একুশ শহীদ বেদিতে ফুলের ঝিলিমিল।

ভূত মামা – বিচিত্র কুমার

ভূত সেজেছে ভূত সেজেছে
ছোট্ট মামা মটু,
রঙ মেখেছে ঢ়ং সেজেছে
অভিনয়ে পটু।
ভূতের সাথে গল্প করে
ঠকঠক শব্দ,
তন্ত্রমন্ত্রের গুরু সে

ভূতকে করে জব্দ।
সন্ধ্যাবেলা আড্ডা বসায়
পড়ে ভূতের জামা,
করে কত্ত অভিনয়
ছোট্ট আমার মামা।

মায়ের ভাষা – মোঃ মজিবুর রহমান

একুশ এলো বছর ঘুরে
সবার মুখে হাসি,
একুশ এলে হৃদয় মাঝে
বাজে মধুর বাসি।
একুশ এলে পাড়ায় পাড়ায় কত যে ফুলের বন্যা,
শহীদ মিনারে সাজিয়ে রাখে স্কুলের ঐ যে কন্যা।

ছেলে মেয়ে হাতে হাতে
কত ফুলের রং,
মনের আনন্দে মিলেমিশে খুশিতে করে ডং।

মায়ের ভাষা এনে দিতে গেলো যাদের প্রান,
আসো সবাই একাত্ব হয়ে করবো তাদের সম্মান।

[illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible],

যে পথের ধূলোয় হাঁটবো

যতটা ইচ্ছে হয়-

দূরে চলে যাবো

অনির্ণীত দূরে।

শুধু একটা পথ,

যে পথে হাঁটবো আমি

হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হবো

যতটা ক্লান্ত হয়-

মেঘে বৃষ্টি ঝরে ঝরে।

শুধু একটা পথ,

যে পথের আড়ালে-

হঠাৎ লুকিয়ে যাবো

তোমাকে পাবার আশায়

কোন এক ধূসর সন্ধ্যায়।

তুমি কি সেদিন-

খুঁজবে আমাকে?

তোমার হৃদয় তল্লাটে,

পৃথিবীর আলো বাতাসে

অথবা বিষহীন বিশ্বাসে?

কৃষক সম্মান – রিপলু চৌধুরী

ধান মোদের খাদ্য প্রাণ
কৃষক মোদের সম্মান
কৃষকের হাতে ধানের প্রাণ
কৃষক দেশের সম্মান।

ধানের মধ্যে চাল হয়
চালের মধ্যে ভাত
কৃষকের খাদ্য চাষে
আলোকিত এই প্রভাত।

কৃষক করে বীজ বপন
খাদ্যের মূল প্রাণ
কৃষক ফলায় সোনার ফসল
কৃষক মোদের সম্মান।

একটু খানি চিন্তা কর
এই ভবের কুলে
কৃষকে সম্মান ছড়িয়ে আছে
প্রকৃতির ফুলে ফুলে।

চন্দ্র সূর্যের মহার্তক – এনাম আনন্দ

চন্দ্র সূর্যের মহার্তক

বেশি কার শক্তি

তর্কের মাঝে দেখাচ্ছিল

যার যত যুক্তি!

সূর্যমামা বলছে রেগে

আমার বহু তেজ

রুদ্র একটু বেশি দিলে

গুটায় সবাই লেজ!

মুচকি হেসে বলে চন্দ্র

শোন রে সূর্য শোন

উল্টাপাল্টা বকিস না রে

থামা গলার টোন!

আমি হলাম প্রেমের জ্যোতি

সবাই আমায় পুঁজে

উপমাতে প্রেমিক যুগল

আমায় শুধু খুঁজে।

সূর্যমামা চুপষে যাওয়ায়

লাগল না আর প্রমাণ

রেষারেষি ভুলে গিয়ে

তারা সমান সমান।